যুগান্তর

তারিখ 27 MAY 2007
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৬

অক্সফোর্ড অভিধানে বেগম রোকেয়াসহ তিন বঙ্গনারী

যুগান্তর ডেস্ক/ইন্টারনেট

লন্ডন থেকে প্রকাশিত বিশ্বনন্দিত 'অক্সফোর্ড ডিকশনারি অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফিজ'র সর্বশেষ সংস্করণে বাংলাদেশের মহীয়সী নারী ও নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার নাম সংযোজিত হয়েছে। বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনীর সবচেয়ে বড় এ অনলাইন ডিকশনারির সর্বশেষ সংস্করণে এবার পৃথিবীর নানা প্রান্তের যাটজন বিশিষ্ট নর-নারীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরা প্রায় সবাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রচার ঠেকাতে, নিজ দেশের নর-নারীর কল্যাণে অথবা কমনওয়েলথ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ওই তালিকায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নামটিও যোগ হয়েছে।

বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দের মেয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সেকালে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত অবরোধবাসিনী মুসলিম নারী সমাজের অগ্রগতি ও মুক্তির জন্য অসামান্য অবদান রাখেন। মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে তিনি আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। বেগম রোকেয়া কলকাতার বিখ্যাত সাখাওয়াত

তিন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

তিন : বঙ্গনারী

মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী। ওই তালিকায় অপর যে দু'জন বঙ্গললনা স্থান করে নিয়েছেন তারা হলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেত্রী সরলা দেবী চৌধুরানী ও ভগিনী নিবেদিতা।

উচ্চ শিক্ষিতা সরলা দেবী জাত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারী অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। গান ও লেখার মাধ্যমে তিনি তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধে জাগিয়ে তুলতে মহিলাদের সংগঠিত করেছিলেন।

আয়ারল্যান্ডের মেয়ে মার্গারেট নোবেল হিন্দু দর্শন ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতকেই তার স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে বেছে নেন। তার ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কর্মের মধ্য দিয়ে মার্গারেট নোবেলের নতুন পরিচিতি হয় 'ভগ্নী নিবেদিতা' হিসেবে। এ সময় তিনি ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির ওপর তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন।